[12/1, 9:02 PM] Purnima Didi Bk: 08-12-17 TODAY'S MORNING BENGALI MURLI

০৮-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শিববাবা এইসময় তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত আছেন, সর্ব প্রথম তোমাদের এই নিশ্চয় থাকা উচিত যে আমাদের স্বয়ং শিববাবা পড়াচ্ছেন, কোনো দেহধারী নয়"

প্রশ্ন:- বাবাকে কোন্ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা অর্থাৎ বাবার অপমান করা ?

উত্তর :- বাচ্চারা বাবাকে প্রশ্ন করে -- বাবা এই দেহে আপনার আগমন আর কত দিন চলবে বা বিনাশ কবে হবে ? বাবা বলেন এই কথা জিজ্ঞাসা করা মানে আমার অপমান করা। এ যেন অতিথিকে জিজ্ঞাসা করা কত দিন থাকবে ? এটা তো অপমান করা হল তাইনা! বলো আমি কি তোমাদের বোঝা হয়ে গেছি! শিববাবা যত দিন এইখানে আছেন তত দিন তোমরা বাচ্চারা খুশীতে থাকো তাইনা! তার জন্যে এমন প্রশ্ন বাবাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। "

ওম্ শান্তি। বাবা বসে ব্রহ্মা দ্বারা নিজের বাচ্চাদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার , ব্রহ্মাকুমারীদের বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা বুঝতে পারে যে নিরাকার বাবা ব্রহ্মা দ্বারা বোঝাচ্ছেন। বাবা হলেন নিরাকার। কাউকে সাক্ষাৎকার করাতে হলে ব্রহ্মার দেহটি সামনে থাকবে। নিজের সাক্ষাৎকার করালে কেউ বুঝবেনা। তিনি তো এক বিন্দু স্বরূপ। এবারে যেরকম আত্মা হল স্টার, পরম আত্মা হলেন বিন্দু। এইসব বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হবে। যদি সাক্ষাৎকার হয়েও যায়, তবু স্বরূপ তো সেই বিন্দুই দেখবে অন্য কিছু নয়। মাঝে মধ্যেই অনেককে ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার করানো হয় যে ওনার কাছে যাও। ক্ষুদ্র বস্তু কেউ বুঝবেনা। ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবা বসে বোঝান , নলেজ দেন। বলেন -- বাচ্চারা আমি এই সাধারণ মানুষের দেহের আধার নিয়ে থাকি। ব্রহ্মা হলেন বিখ্যাত। বুঝবে বাবা এনার মধ্যে আছেন। ইনি হলেন শিববাবার রথ। বাবা না থাকলে ব্রহ্মা থাকবেন কিভাবে। এবং এই বী. কে রা থাকবে কিভাবে। বাচ্চারা জ্ঞান প্রাপ্ত করে। তোমরা বুঝতে পারো এই জ্ঞান পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারেনা। নিরাকার হলেন নলেজফুল। অর্গান ছাড়া জ্ঞান দেবেন কিভাবে ? বাচ্চাদের এই নিশ্চয় থাকা উচিত যে এই সময় বাবা উপস্থিত আছেন। বুদ্ধি বোঝে বাবা এনার ভিতরে উপস্থিত আছেন , যাতে বসে নলেজ দেন। পরম পিতা পরমাত্মা ছাড়া স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়না।

তোমরা বাচ্চারা জানো ভক্তি মার্গে যে উৎসব ইত্যাদি পালন হয় সেসব এই সময়ের স্মৃতি স্বরূপ। শিব জয়ন্তী এই সময়েরই উৎসব। ত্রিমুর্তি শিব , পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করেন। কৃষ্ণ থোড়াই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করবে। ব্রাহ্মণ কুল পরম্পরা ধরে চলছে। তারা জানেনা যে ব্রাহ্মণ সেই দেবতায় পরিণত হয়। ব্রহ্মার সন্তান তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। সব ধর্মের মানুষ মাত্রই এই কথা বোঝে যে আমাদের গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার হলেন ব্রহ্মা, যাঁকে আদম বিবি অথবা আদি দেব , আদি দেবী বলা হয়। তিনিও হলেন শিববাবার রচনা। বাবা রচনা করেন কিভাবে ? এডপ্ট করেন। এই হল এক নম্বর কথা। অল্ফ এর পরে আসে বে। এই কথা যে ভালো ভাবে বুঝতে পারে সে-ই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে।

এখন তোমরা বাচ্চারা বোঝ মানুষ ঘোর অন্ধকারে আছে। কল্প পূর্বেও যখন আগুন লেগেছিল সবাই জেগে-ই ছিল। সেই সীন আবার রিপিট হবে। হতেই হবে। অন্য ধর্মীয় জন এই কথা বুঝতে পারবেনা , আর না-ই পুরুষার্থ করবে। সত্যযুগে এত মানুষ আসতে পারবেনা। সেখানে খুব কম জন থাকবে , যারা সূর্যবংশী রাজ্যে রাজত্ব করবে। সব ড্রামার বন্ধনে বাঁধা হয়ে আছে। বাবা বলেন আমিও এই ড্রামার বন্ধনে বাঁধা রয়েছি। কোনো কথার উত্তর দেওয়া যদি ড্রামায় থাকে, তবেই দেব। ড্রামার সম্পূর্ণ রহস্য এখনই থোড়াই জানাব। আমারও পার্ট অন্তর্ভুক্ত আছে। যেমন ইমার্জ হবে, বোঝাতে থাকব। সবকিছু ড্রামা অনুসারেই হয় , তাতে কোনো তফাৎ হয়না। ড্রামায় না থাকলে কোনো রেসপন্স করা হবেনা। এমন নয় সব এখনই বলে দেব এখনো এত বছর বাকি আছে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- বাবা এই শরীরে আরো কত দিন যাত্রা করবেন ? বলবেন না। ড্রামায় বলার নেই , কি করা যাবে। ড্রামায় থাকলে বলব। আমি এসেছি বাচ্চারা তোমাদের পড়াতে। আমি তোমাদের পিতা। তোমরা গান কর তুমি মাতা পিতা .... সেই পার্ট-ই প্লে করছি। আমার কর্তব্য হল তোমাদের শিক্ষা প্রদান করা। আমায় জ্ঞানের সাগর

বলা হয়, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। চৈতন্য বীজ সবকিছু বলবে তাইনা। এই বৃক্ষটির জন্যে বট বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। তোমরা দেখছ দেবী দেবতা ধর্ম এখন নেই। বাকি সব ধর্ম আছে। এখন এই সব শেষ হয়ে যাবে। তারপর নিজের সময় মতন এসে স্থাপনা করবে। আমি দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। যখন এই ধর্মটি লুপ্ত প্রায়, যেমন চিত্রে দেখানো হয়েছে। কিন্তু দেবী দেবতা ধর্ম কখন ছিল কেউ জানেনা। কোথায় হারিয়ে গেছে। শুধু বলবে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল। দ্বাপরে কৃষ্ণ এসেছিলেন, গান শুনিয়েছিলেন , ব্যস। এই শাস্ত্র ইত্যাদি সব ভক্তির জন্যে। দ্বাপরে বসে শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি করেছে। সত্যখণ্ডে কেবল দেবতারা রাজ্য করতেন। এইটি হল মিথ্যা খন্ড। সেখানে কোনো পাপ কর্ম হয়না। এখন বাবা তোমাফের পুণ্য আত্মায় পরিণত করছেন। ড্রামায় অন্তর্ভুক্ত আছে। রাবনরাজ্যে ভক্তি, শাস্ত্র ইত্যাদি আরম্ভ হয়। এই অনাদি ড্রামা রেকর্ড হয়ে আছে। এই হল মিথ্যা জগৎ। ঈশ্বরের সম্বন্ধে মিথ্যা কথাই বলে। ঈশ্বর হলেন সর্বোচ্চ, আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁর কাছে কিছু প্রাপ্ত হয়েছে। বাবার কাছে কি প্রাপ্ত হয় ? তিনি হলেন সর্বের সদগতি দাতা। সর্বজনকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। রাবণও হল খুব শক্তিশালী। অর্ধকল্প রাবণের রাজ্য চলে। রাবণ দুঃখ দেয় তাই সব মানুষ বাবাকে স্মরণ করে। রাবণ তোমাদের সম্পূর্ণ স্বর্গের রাজধানী কেড়ে নেয়, এতটাই শক্তিশালী। এখন তোমরা জানতে পেরেছ -- বাবা আমাদের স্বর্গের অধিকার দেন , রাবণ অভিশাপ দেয়। মানুষ জানেনা বাবা কখন অধিকার প্রদান করেন। কৃষ্ণের নাম লিখে গীতা-কে মিথ্যা করে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় ভুল এইটাই। এই বাবা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবাও নারায়ণের পাক্কা ভক্ত ছিলেন , গীতা পাঠ করতেন। গীতা পাঠ না করে কোনো কাজ করতেন না। যখন সাক্ষাৎকার হয় তখন বুঝলেন এই গীতা হল মিথ্যা , একবারে ত্যাগ করলেন। বাবা আমাদের এই (লক্ষ্মী নারায়ণের) স্বর্গের অধিকার দেন। এখন তো অনেক কিছু বুঝেছ , শিববাবা বোঝাতেই থাকেন। কখনো কোনো শাস্ত্র হাতে নেন নি। বাবা শোনাচ্ছেন। ব্রহ্মাবাবা বলেন আমিও শুনি। কখনও শিববাবা না থাকলে ব্রহ্মাবাবাও শোনান। এনার মধ্যে বাবা (নিরাকার শিব) আসেন , তাই ব্রহ্মার এত নাম নেই। আজমের শহরে একটি মন্দির আছে, কিন্তু কিছুই বোঝেনা। কৃষ্ণকে মুরলি দেওয়া হয়েছে এবং সরস্বতী কে বীণা। সরস্বতী কে জ্ঞানের দেবী বলা হয়। জ্ঞানের দেবতা ব্রহ্মার বদলে কৃষ্ণ বলে দিয়েছে। ফলে সবাই কনফিউজড হয়েছে।

বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন ত্রিমুর্তির চিত্রে কৃষ্ণ তো নেই। যদিও আছে কিন্তু গুপ্ত রূপে। রাধে-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণে পরিণত হয়, এই কথাটি কারো জানা নেই যে পরম পিতা পরমাত্মা বুঝিয়ে ছিলেন। এখনও বোঝাচ্ছেন। সাধু সন্যাসী এই কথা বুঝলে তো এখানে সবার ভিড় জমা হয়ে যাবে। কিন্তু ড্রামায় এইরকম নেই। বাবা বলেন -- আমি সঙ্গমে এসে রাজ যোগ শেখাই , যারা পাস করে তারা সূর্য বংশী হয় , যারা ফেল করে তারা চন্দ্রবংশী। সূর্যবংশী দের প্রজাও হবে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী দের প্রজা হবে চন্দ্রবংশী। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে। তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ। এই হল সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল। তোমরা হলে সেবাধারী। তোমরা গুপ্ত বেশে ভারতকে যোগ বলের দ্বারা স্বর্গে পরিণত কর। তোমাদের স্বর্গ নিশ্চয়ই চাই। পুরানো দুনিয়াকে শেষ হতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে তোমরা নিজের রাজধানী স্থাপন করছ। যাদব বংশের রাজত্ব সমাপ্ত হবে। পাণ্ডবরা রাজত্ব স্থাপন করছে -- নতুন দুনিয়ার জন্যে। পুরানো দুনিয়াকে আগুন লাগবে। এই কথাটি বুঝেছ -- আর কত দিন বাকি আছে ? খুব কম। কত সময় বাকি আছে ? এই কথাটি আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারবনা। অতিথিকে প্রশ্ন করা হয়না , আপনি কতদিন থাকবেন ? ভাববে আমি কি বোঝা হয়েছি। শিববাবা বলেন -- আমি এইখানে আছি তাতে তোমরা খুশি হয়েছ তো ? তাহলে জিজ্ঞাসা কেন কর যে কতদিন আগমন হবে ? এই কথা জিজ্ঞাসা করা অর্থাৎ অপমান করা , তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। এইরকম জিজ্ঞাসা করার অর্থ হল বাবা শীঘ্র ফিরে গেলেই ভালো , তাই এমন প্রশ্ন বাবাকে জিজ্ঞাসা করা যাবেনা। এমন বাবা তো হতে পারেনা। বাচ্চারাই বাবাকে জেনেছে। কৃষ্ণের জন্যে এমন বলা যাবেনা যে কৃষ্ণের মধ্যে পর আত্মা আছেন। কৃষ্ণের স্মৃতি আস্তে থাকবে। পরম আত্মার স্মৃতি আসবেনা। কৃষ্ণকেই সবাই দেখবে। শিবকে কেউ স্মরণ করবেনা তাই বাচ্চারা তোমাদের বোঝান হয়েছে যে শিববাবাকে স্মরণ করো। দেহ অভিমানে থেকো না। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কোনো কম নয়।

বাবা বলেন আমায় পরদেশে, পুরাতন দেহে আসতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণ তো রাবণের দেশে আসতে পারবেনা। এখন তোমরা জানো যে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা পুনর্জন্ম নিয়ে এখন এই শরীরে বাস করে। এই অন্তিম শরীরে। এই আবার এক নম্বর পবিত্র শরীরে পরিণত হয়। এইসব কথা আর কারো বুদ্ধিতে আসবেনা। রাবণের চিত্র তৈরি করে কিন্তু বোঝেনা যে রাবণ কবে প্রবেশ করেছে ? রাবণ দহন করতেই থাকে। মরে গেলে তো রাবণ দহন বন্ধ হবে , কিন্তু রাবণের মৃত্যু হয়না। প্রতি বছর দহন করা হয়। এইসব হল ভক্তি মার্গ। বাবা বলেন আমি তোমাদের সূর্য বংশী , চন্দ্রবংশী তে পরিণত করি। তাহলে তোমরা শূদ্র বংশী হও কিভাবে ? এখন আবার তোমাদের সূর্য বংশী, চন্দ্রবংশীতে পরিণত করছি। এখন তোমরা জানো আমরা বিশ্বকে জয় করি তারপরে পরাজিত হই। যখন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল তখন অন্য ধর্ম ছিলনা। এখন পুনরায় সেই ধর্ম স্থাপন হবে

তখন অন্য সব ধর্ম শেষ হয়ে যাবে৷ তোমরা লক্ষণ দেখতে পাবে৷ সাইন্সের কত আবিষ্কার হচ্ছে৷ খুশীর উৎসব পালন হচ্ছে৷ এমন এরোপ্লেন তৈরি হবে যে ৩-৪ ঘন্টায় লন্ডন পৌঁছে দেবে৷ আজকাল এরোপ্লেনে হাতি, বানর ইত্যাদি সবাই যাত্রা করে৷ এই সুবিধা সুখের জন্যে সে সূত্রে দুঃখের জন্যেও আছে৷ সেখানে বিমানে যাত্রা করে৷ এখন তোমরা ভাগ্য উঁচু করতে এসেছ। তোমরা সেই দেবী দেবতায় পরিণত হচ্ছ৷ স্বর্গের নাম গায়ন আছে কিন্তু জানেনা স্বর্গ কবে ছিল ? বলে স্বর্গে গেছে তার মানে নিশ্চয়ই নরকে ছিল৷ কিন্তু যদি সোজাসুজি বল যে তোমরা নরকবাসী তাহলে ক্রুদ্ধ হবে৷ এখন তোমাদের কাছে শক্তি আছে৷ তোমরা বলতে পারো তোমরা পতিত পাবনকে ডাকো অর্থাৎ পতিত হয়েছ নিশ্চয়ই৷ বাবা বলেন -- এখন বৃক্ষটি জর্জরিত অবস্থায় পৌঁছেছে। মহাভারী যুদ্ধ জগতে বিখ্যাত৷ তোমরা জানো আমরা এসেছি রাজত্ব প্রাপ্ত করতে৷ আমরা হলাম স্থাপনায় নিমিত্ত৷ ভবিষ্যতে সন্ন্যাসী, মহাত্মারা তোমাদের কথা মানবে , এইসব ড্রামায় অন্তর্ভুক্ত আছে৷ আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুডমর্নিং৷ রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার৷

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) গুপ্ত রূপে যোগবল দ্বারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবা করতে হবে, রূহানী সেবাধারী হতে হবে৷

২) এ হল আমাদের সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ কুল, আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী৷ এই নেশাতেই থাকতে হবে৷ কোনো কথায় সংশয়গ্রস্ত হবেনা৷

বরদান :- পাওয়ারফুল ব্রেক দ্বারা সেকেন্ডে ব্যক্ত ভাব থেকে অব্যক্ত ফরিস্তা স্বরূপ অশরীরী হও ।

ব্যাখা: চারিপাশে শোরগোলের পরিবেশ হোক কিন্তু তোমরা এক সেকেন্ডে ফুল স্টপ লাগিয়ে ব্যক্ত ভাব থেকে বহুদূরে স্থিত হয়ে যাও , একবারে ব্রেক লাগলে তবেই বলা হবে অব্যক্ত ফরিস্তা বা অশরীরী৷ এখন এইরূপ অভ্যাসের প্রয়োজন আছে কারণ আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বুদ্ধি যেন অন্যত্র না যায়, শুধু বাবা আর আমি , বুদ্ধিকে যেখানে স্থির করতে চাইবে সেখানে যেন স্থির হয়ে যায়৷ এরজন্যে সমায়িত করার এবং গুটিয়ে নেওয়ার শক্তির প্রয়োজন আছে, তবেই উড়ন্ত কলায় স্থিত হতে পারবে৷

স্লোগান - খুশীর খোরাক খেতে থাকলে মন ও বুদ্ধি শক্তিশালী হয়ে যাবে ।